আহছানিয়া মিশন নারি মাদকাসক্তি কেন্দ্র

স্বল্প খরচে উন্নত পরিবেশে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা

● **নিজস্ব প্রতিবেদক**

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষের চেয়ে নারীর মাদক ব্যবহারজনিত সমস্যা বেশি জটিল। নারীরা যেমন শারীরিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি সামাজিকভাবেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এ ছাড়া পুরুষের চেয়ে নারীর মাদক গ্রহণের কথা স্বীকার করার প্রবণতা যথেষ্ট কম। দেশে মাদকাসক্ত নারীর চিকিৎসাব্যবস্থা এক দিকে অপ্রতুল, অন্য দিকে যুগোপযোগী নয়। এ পরিস্থিতিতে উন্নত পরিবেশে এবং স্বল্পখরচে ভালো মানের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি কেন্দ্র।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আমিক-ঢাকা আহছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানো-সামাজিক বিকাশের সাথে সাথে তাদের পরিবার এবং অন্যান্য সমস্যাও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা আহছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) নামে পরিচিত। এ কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় ডি-টক্সিফিকেশন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয়পর্যায়ে মাদক নির্ভরশীলদের স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পাওয়ায় দেশ এবং বিদেশের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালে গাজীপুরে এবং ২০১০ সালে যশোরে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকনির্ভর পুরুষের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকার্যক্রম শুরু করে।

আমিক সূত্র জানায়, পরে নারী মাদক নির্ভরশীলদের সঠিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসার জন্য ২০১৪ সালের এপ্রিলে ঢাকার মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে প্রতিষ্ঠা করেছে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। এখানে স্বল্পমূল্যে এবং উন্নত ও মনোরম পরিবেশে নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়ে থাকে। মাত্র সাত মাসে আমিক নারী মাদকাসক্তি কেন্দ্রে মোট ৩২ জন রোগী চিকিৎসাসেবার জন্য ভর্তি হয়। এদের মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে কম বয়সী (২০ বছরের নিচে) তারা স্টিমুলেন্ট (ইয়াবা) জাতীয় মাদক বেশি ব্যবহার করে এবং যারা মধ্যবয়সী তাদের মধ্যে সিডেটিভ (ঘুমের ওষুধ) জাতীয় মাদক ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই কেন্দ্রে ১১ জন স্টাফ কাজ করছেন। রয়েছেন একজন কাউন্সেলর। নারী মাদকাসক্তি কেন্দ্র হওয়ার কারণে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই কেন্দ্রে একজন রোগীকে ভর্তির পর তিন মাস থাকতে হয়। প্রয়োজন হলে কিছুদিন বেশি থাকতে হয়। এই সময়ের মধ্যে একজন রোগীর সেবাখরচ হয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। তবে অনেক সময় রোগীর আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে কিছু কমিশন দেয়ারও ব্যবস্থা আছে বলে জানা যায়।

জানা যায়, নারীরা পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন কারণে মাদক ■ ১৩ পৃঃ ৭-এর কলামে